৫ম পাঠ

দায়ূদ - অনুতাপ করেছিলেন এবং ক্ষমা পেয়েছিলেন

রাজা দায়ূদ প্রার্থনা করেছেন, "হে ঈশ্বর, রক্ত পাতের দোষ থেকে আমাকে উদ্ধার কর, হত্যার অপরাধ থেকে আমাকে মুক্ত কর।"

একজন রাজা নরহত্যার দোষ স্বীকার করছেন। এখানে দায়ূদ এমনভাবে তার দোষ স্বীকার করছেন যে, সবাই তা শুনতে পাচ্ছে। এমন কি তিনি তার দোষ লিখে রেখেছেন, যার ফলে তা চিরদিন স্থায়ী হয়ে থাকবে।

মধ্যে তিনি ছিলেন সবচেয়ে ছোট। তাই তার বাবা তাকে সবচেয়ে সাধারণ কাজ দিয়েছিলেন। তার ভাইয়েরা সৈন্যদলে যোগদান করলে পর তিনিই মেষপাল দেখা-শোনার ভার নেন। তাছাড়া তিনি তার বাবা ও ভাইদের মধ্যে সংবাদ আনা নেওয়ার কাজও করতেন। তার বিবরণ পড়ে আমরা জানতে পারি যে, তিনি বিশ্বস্ত, বাধ্য এবং তার কাজে দক্ষ ছিলেন। এছাড়া তার বিশেষ সংগীত প্রতিভা ছিল। তিনি বীণা বাজাতেন এবং গান লিখতেন। কিন্তু নিজ পরিবারের কাছে তিনি একজন সাধারণ ছেলে ছিলেন। গ্রামে সবচেয়ে ছোট ভাইয়ের যে পদ থাকে তারও সেই পদ ছিল।

সুতরাং ঈশ্বর যখন তাঁর প্রজা অব্রাহাম, ইস্‌হাক ও যাকোবের বংশধরদের নেতৃত্ব দেবার জন্য দাম্নুদকে মনোনীত করলেন তখন তার পরিবার ও পাড়া-প্রতিবেশীরা সবাই আশ্চর্য্য হয়েছিল। ঈশ্বরের যে দাস নূতন রাজাকে অভিষেক করতে এসেছিলেন তাকে ঈশ্বর বললেন, "আমি দাম্নুদকে চাই। সে যে ঈশ্বরের দ্বারা রাজ পদের জন্য মনোনীত হয়েছে তার চিহ্ন হিসাবে তাকে তেল দিয়ে অভিষেক কর।"

লোকেরা কেন আশ্চর্য্য হয়েছিল তা আমরা বুঝতে পারি। একজন তরুণ মেষ-পালক কি করে রাজা হতে পারে? অব্রাহাম যোষেফ ও মোশির মত মহান নেতারা

যে জাতিকে অতীতে নেতৃত্ব দিয়েছেন, সে কি তাদের নেতৃত্ব দিতে পারবে ? আগের পাঠগুলিতে আমরা দেখেছি যে, ঈশ্বর তাঁর লোকদের পরিচালনা দিয়েছেন ও রক্ষা করেছেন। ভাববাদী হিসাবে তিনি মহান লোকদের মনোনীত করেছেন ও তাদের বিশেষ বিশেষ কাজ দিয়েছেন। তাদের মাধ্যমে তিনি নিজেকে, তাঁর ভালবাসা, ক্ষমতা, ও প্রজ্ঞা প্রকাশ করেছেন।

আমরা দেখেছি যে প্লাবনের সময় জীবন রক্ষার জন্য ঈশ্বর নোহকে মনোনীত করেছিলেন। ঈশ্বর অব্রাহামকে প্রতিমাপূজার এক দেশ থেকে আহ্বান করে আনেন এবং তার বংশকে এক মহান জাতিতে পরিণত করবার প্রতিশ্রুতি দেন। ঈশ্বর যোষেফকে মিশরের উপরে শাসন কর্তা করবার দ্বারা এই লোকদেরই দুর্ভিক্ষের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। এরপর লোকদের দাসত্ব থেকে মুক্ত করবার এবং তাঁর লিখিত প্রত্যাদেশ গ্রহণ করবার জন্য ঈশ্বর মোশিকে আহ্বান করেছিলেন।

এখন আমরা এমন এক সময়ে আসি যখন ঈশ্বরের প্রজারা সত্যিই এক মহান জাতিতে পরিণত হয়েছে। ঈশ্বর অব্রাহাম, ইস্হাক ও যাকোবের বংশকে আশীর্বাদ করেছিলেন, আর যাকোবের ছেলেরা বিভিন্ন শক্তিশালী বংশের প্রধান হয়েছিলেন। আশে-পাশের যে সব জাতি প্রতিমাপূজা করত এবং ঈশ্বরকে উপহাস করত তাদের সঙ্গে তারা পবিত্র যুদ্ধ করেছিল। এখন আবার একজন শক্তিশালী

এবং জ্ঞানী নেতার প্রয়োজন হয়েছিল। এই জন্যই ঈশ্বর যখন একজন মেষপালক ছেলেকে রাজা হওয়ার জন্য মনোনীত করলেন তখন তারা আশ্চর্য্য হয়েছিল। কিন্তু শীঘ্রই তারা এর কারণ বুঝতে পেরেছিল। তারা দেখলো যে, দায়ূদ ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস করেন ও তাঁকে ভালবাসেন, আর ঈশ্বর তাকে শক্তি ও জ্ঞানে পূর্ণ করেছিলেন। হ্যাঁ, অল্প কালের মধ্যেই এই মেষপালক ছেলেটি দেশের সবচেয়ে সাহসী ও সফল সৈনিক বলে পরিচিত হলেন।

রাজা হিসাবে অভিষেক করা হলেও ঈশ্বর তার জন্য সিংহাসনের পথ প্রস্তুত না করা পর্য্যন্ত দায়ূদকে তার পরিবারের সঙ্গেই থাকতে হল। তিনি মেষপাল চরাণো এবং তার বাবার জন্য সংবাদ আনা নেওয়ার কাজই করে যেতে লাগলেন। একদিন তার বাবা সৈন্য দলে তার বড় ভাইদের জন্য তাকে খাবার দিয়ে আসতে বললেন। যুদ্ধ ক্ষেত্রে এসে তিনি দেখলেন যে, কোন যুদ্ধই হচ্ছে না। সৈন্যরা একটা ছোট উপত্যকায় পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শত্রু সৈন্যদের একেবারে প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে আছে এক দৈত্যাকার সৈনিক। সে বিদ্রূপ করছে, চিৎকার করে এগিয়ে আসার আহ্বান করছে।

"আয়, সাহস থাকে তো আমার সাথে যুদ্ধ কর। আমার সাথে যুদ্ধ করবার জন্য কাউকে পাঠিয়ে দে"—সেই সৈনিক বললো। সে লম্বায় প্রায় তিন মিটার এবং ভারী পিতলের যুদ্ধ-সজ্জায় সজ্জিত ছিল, হাতে বিরাট এক

বর্শা। সে একই ভাবে ঈশ্বরকে অগ্রাহ্য করে অপমান করে যাচ্ছিল। তাতে সব সৈন্যরা ভয়ানক ভীত হয়ে পড়েছিল।

দায়ূদ বললেন, "এই অধার্মিক লোকটা কে যে, জীবন্ত ঈশ্বরের সৈন্যদের টিট্‌কারী দিচ্ছে? আমি ওর সঙ্গে যুদ্ধ করব।"

সবাইর মনে হয়েছে ঐ দৈত্যাকৃতি লোকটার সঙ্গে যুদ্ধ করবার ব্যাপারে দায়ূদ খুবই ছোট। তবুও তিনি জেদ্ করে বলতে লাগলেন যে, ঈশ্বরই তাকে শক্তি যোগাবেন। "একবার একটা সিংহ আর একটা ভল্লুক আমার মেষপাল আক্রমণ করলে তাদের বধ করতে ঈশ্বর আমায় সাহায্য করেছিলেন, আর আমি জানি এই দৈত্যটাকে পরাস্ত করতেও তিনি আমায় সাহায্য করবেন।" শুধুমাত্র তার মেষপালকের ফিংগা এবং কয়েকটা পাথর নিয়ে তিনি সেই দৈত্যাকৃতি গলিয়াতের দিকে অগ্রসর হলেন।

গলিয়াতের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে দায়ূদ বললেন, "তুমি তরোবারি ও বর্শা নিয়ে আমার বিরুদ্ধে আসছ, কিন্তু তুমি যে ঈশ্বরকে টিট্‌কারী দিয়েছ, আমি তাঁরই নামে তোমার সাথে যুদ্ধ করতে আসছি। তাই মনে রেখো—এটা ঈশ্বরেরই যুদ্ধ।" এই বলে তিনি তার ফিংগা থেকে পাথর ছুড়ে মারলেন, আর সেই দৈত্যাকৃতি গলিয়াৎ

মাটিতে পড়ে গেল। ভয়ে সব শত্রু সৈন্যরা দৌড়ে পালালো, কারণ তারা বুঝতে পেরেছিল যে, দায়ূদ একমাত্র সত্য ঈশ্বরের শক্তিতে যুদ্ধ করছে।

আপনার করণীয়

১। দায়ূদকে রাজা হওয়ার জন্য মনোনীত করা হয়েছিল কারণ ঈশ্বর তাঁর বিশেষ কাজের জন্য যাদের আহ্বান করেন তাদের মধ্যে যে সব গুণ দরকার দায়ূদের তা ছিল। আমরা দেখতে পাই যে, সব ভাববাদীদের মধ্যেই এই গুণগুলি ছিল। ঈশ্বরের খুব কাছে থাকবার জন্য এবং আমাদের জীবনের জন্য তাঁর ইচ্ছা জানবার জন্য আমাদেরও এইগুলি দরকার। নীচের যে বাক্যগুলি দায়ূদ এবং অন্যান্য ভাববাদীদের বিভিন্ন গুণ বর্ণনা করে সেগুলির পাশে দাগ দিন।

ক) তারা ঈশ্বরের বাধ্য ছিলেন।

খ) তারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেছেন ও তাঁর উপর নির্ভর করেছেন।

গ) তারা কাব্য লিখেছেন।

ঘ) তারা কাজের মধ্যে তাদের বিশ্বাস দেখিয়েছেন।

ঙ) তারা বিনয়ী কিন্তু সাহসী ছিলেন।

গলিয়াতকে বধ করবার পরে দায়ূদকে সেনাবাহিনীর এক উঁচু পদে নিয়োগ করা হল। যে সব প্রতিমাপূজক জাতিরা তাদের পরাজিত করতে চেষ্টা করছিল, দায়ূদ একে একে তাদের উপর জয়লাভ করতে লাগলেন। এই ভাবে ঈশ্বর তার রাজা হওয়ার পথ প্রস্তুত করেছিলেন। ঈশ্বরের শক্তিতে তিনি চল্লিশ বছর কাল রাজত্ব করেছিলেন। তিনি প্রতিমা ধ্বংস করে একমাত্র সত্য ঈশ্বরের উপাসনা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি পবিত্র যিরূশালেম নগরী প্রতিষ্ঠা করেন, যেখানে ঈশ্বরের নামের গৌরব করা হত। দলে দলে মানুষ ঈশ্বরের উপাসনা করবার জন্য সেখানে মিলিত হত। এই পবিত্র নগরী ছিল তাদের তীর্থ ক্ষেত্র।

দায়ূদ তার সমস্ত বিজয়ে সাফল্যের গৌরব সর্বদা ঈশ্বরকেই দিয়েছেন। তিনি শক্তিশালী ও সুমধুর ভাষায় ঈশ্বরের ধন্যবাদ ও প্রশংসা করেছেন, গীতসংহিতা পুস্তকে আমরা যেগুলি পাই।

দায়ূদ তার একটা গীতে বলেছেন, "সব জাতিরা আমায় ঘিরিয়াছে ; সদাপ্রভুর নামে আমি তাদের উচ্ছেদ করব। তারা আমায় ঘিরিয়াছে, হ্যাঁ আমায় ঘিরিয়াছে, সদাপ্রভুর নামে আমি তাদের উচ্ছেদ করব। তুমি আমায়

রাজ প্রাসাদের ছাদে একটা জায়গা ছিল, যেখানে বিকালের ঠাণ্ডা বাতাসে পায়চারী করে মুক্ত বায়ু সেবন এবং নগরের দৃশ্য উপভোগ করা যেত। একদিন বিকালে এইভাবে ছাদে পায়চারী করবার সময় দায়ূদ একজন স্ত্রীলোককে স্নান করতে দেখলেন। সে দেখতে সুন্দরী ছিল। তাকে দেখে দায়ূদের মনে তাকে পাওয়ার ইচ্ছা জাগল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "ঐ স্ত্রীলোকটি কে?"

রাজার পরিচারক উত্তর করল, সে বৎশেবা, উরীয় নামে এক সৈনিকের স্ত্রী।"

এখন শয়তানের দ্বারা প্রলোভিত হয়ে দায়ূদের মনে ঐ স্ত্রীলোকটিকে পাওয়ার ইচ্ছা আরও প্রবল হল। তিনি উরীয়কে বধ করতে স্থির করলেন। তাহলে বৎশেবাকে তিনি নিজের স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করতে পারবেন। দায়ূদ ভাবলেন উরীয় তো একজন সৈনিক মাত্র, যুদ্ধে তার মৃত্যু হতে পারে। যে কোন সৈনিকেরই মৃত্যু হতে পারে। কিন্তু যুদ্ধে উরীয়ের মৃত্যু হতেও পারে দায়ূদ এই আশার উপর নির্ভর করে থাকতে চাইলেন না। তিনি ব্যাপারটাকে নিশ্চিত করতে চাইলেন। তিনি তার সেনা বাহিনীর সেনাপতিকে বললেন যেন উরীয়কে সম্মুখভাবে সবচেয়ে বিপদজনক স্থানে পাঠানো হয়। এই পরিকল্পনা সফল হল। উরীয় যুদ্ধে মারা গেল।

কিছু কাল পর্য্যন্ত দায়ূদকে ভান করতে হয়েছে যেন তিনি কোন অন্যায় করেন নি। যে সৈনিক দায়ূদকে

উরীয়ের মৃত্যুর খবর দিয়েছিল তাকে দায়ূদ বললেন, "সেনাপতিকে এই বলে আশ্বাস দাও, "তুমি এতে কিছু মনে কোরো না। তরবারি যেমন একজনকে তেমনি আর একজনকেও গ্রাস করে।"

কিন্তু দায়ূদ নিজেই ভেঙ্গে পড়েছিলেন। তিনি নিজেকে সাহস দিতে চেষ্টা করছিলেন। তিনি জানতেন যে, তিনি অন্যায় করেছেন আর ঈশ্বর তার উপর অসন্তুষ্ট। তিনি ঈশ্বরের খুব কাছাকাছি ছিলেন, কিন্তু পাপের ফলে তার মনে হল যেন তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে অনেক দূরে চলে গেছেন। এই সময় তিনি এক ভয়ানক সত্য শিখলেন ঃ পাপ মানুষকে ঈশ্বরের কাছ থেকে পৃথক করে। আমরা যদি আমাদের চিন্তা ও কাজকে খারাপ প্রলোভনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পাপ কাজ করতে দেই তবে আমরা ঈশ্বরের কাছে থাকতে ও তাঁর সহভাগিতা অনুভব করতে পারি না। পাপ আমাদের জীবনকে কলঙ্কিত করে, আর ঈশ্বর যিনি পবিত্র ও বিশুদ্ধ, তিনি যা অপবিত্র তার সঙ্গে থাকতে পারেন না। দায়ূদের চোখ থেকে ঘুম দূর হল। তিনি বললেন যে, তিনি দিন রাত্রি তার উপর ঈশ্বরের হাত অনুভব করেছেন, "আর গরম কালের প্রখর তাপে যেন আমার শক্তি শেষ হয়ে গিয়েছিল।"

ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে চলে যাওয়াটা কেমন বোধ হয় তা আমরা অনেকেই জানি। অনেক সময় আমরাও দায়ূদের মত নিজেদের ভুলাতে চেষ্টা করি যে,

কোন অন্যায়ই হয়নি। কিন্তু অন্তরে আমরা একটা অতৃপ্ত আকাঙ্খা, একটা শূন্যতা, একটা বিচ্ছেদ অনুভব করি। এই ভাবেই ঈশ্বর পাপের সত্যতা এবং তাঁর পবিত্রতার জন্য সচেষ্ট হওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমাদের সচেতন করে তুলেন।

আপনার করণীয়

৩। **সত্য** উক্তিগুলির পাশে দাগ দিন। **মিথ্যা** উক্তিগুলি শুদ্ধ করে লিখুন।

ক) ধর্মীয় কাজ-কর্ম দায়ূদকে প্রলোভনের হাত থেকে রক্ষা করেছিল।

খ) দায়ূদ শক্তিশালী ছিলেন, কিন্তু পাপ তাকে দুর্বল করে ফেলেছিল।

গ) দায়ূদের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখতে পাই যে, ঈশ্বর কখন আমাদের উপর অসন্তুষ্ট, তা আমরা জানতে পারি।

ঘ) পাপের ফলে দায়ূদ ঈশ্বরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন বোধ করেছেন।

.....

.....

অনুতাপ ঈশ্বরের সাথে পুনর্মিলিত করে ঃ

কোন লোক যখন ঈশ্বরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয় তখন সে অসুখী এবং ভীতি বোধ করে। ঈশ্বরও অবশ্য অসুখী হন। স্মরণ করুন, তাঁর সাথে বন্ধুত্ব বা সহভাগিতার জন্যই ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেছিলেন। আরও স্মরণ করুন, নোহের সময়ে পৃথিবীর পাপাবস্থা দেখে ঈশ্বর কি রকম অসন্তোষ ও দুঃখ বোধ করেছিলেন। দায়ূদের পাপও ঈশ্বরকে দুঃখ দিয়েছিল। ঈশ্বর দায়ূদকে ভালবাসতেন, তাকে তিনি পরিত্যাগ করবেন না। মানুষকে কেবল শাস্তি দেওয়াই তাঁর উদ্দেশ্য নয়। তিনি তাদের পাপ থেকে শুচি করতে চান যেন ঈশ্বর এবং মানুষ আবারও একত্রে ঘনিষ্ট ভাবে চলতে পারে এইভাবে যেন সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়।

এই কারণেই ঈশ্বর তাকে আঘাত করে শারিরীক শাস্তি না দিয়ে তার অন্তরে এমন ভাবে কথা বলেছেন যাতে দায়ূদ সত্যিকার ভাবে অনুতপ্ত হয়। তিনি দায়ূদের কাছে এমন একটা গল্প বলার বন্দোবস্ত করলেন, যা দায়ূদকে তার নিজ জীবনের পাপ স্মরণ করিয়ে দেবে।

গল্পটা একজন ধনী লোক ও একজন গরীব লোকের সম্বন্ধে। ধনী লোকটির অনেক মেষ ও গো-সম্পদ ছিল, কিন্তু গরীব লোকটির শুধু-মাত্র একটা মেষশাবক ছিল। সে ঐ মেষটিকে আপন সন্তানের মতই ভালবাসত ও লালন-পালন করত।

একদিন ধনী লোকের বাড়ীতে একজন অতিথি এলেন। অতিথির জন্য খাদ্যের আয়োজন করবার দায়িত্ব ধনী লোকটির। কিন্তু সে তার নিজের কোন মেষ না নিয়ে গরীব লোকটির মেষশাবকটি বধ করে তা দিয়ে অতিথির জন্য ভোজ প্রস্তুত করল।

গল্প শুনে দায়ূদ বললেন, "কি সাংঘাতিক, যে লোক এই কাজ করেছে সে মৃত্যুর যোগ্য। সে কিছু মাত্র দয়া না করে এই কাজ করেছে বলে সে অবশ্যই গরীব লোকটাকে ঐ মেষশাবকটির চার গুণ ফিরিয়ে দেবে।"

তখন দায়ূদের কাছে ঈশ্বরের বাক্য উপস্থিত হল, "তুমিই সেই লোক! আমি তোমাকে রাজ-পদে অভিষেক করেছি, শত্রুদের হাত থেকে উদ্ধার করেছি। তুমি অনেক স্ত্রীলোক পেতে পারতে, কিন্তু তুমি যুদ্ধ ক্ষেত্রে তরবারির আঘাতে উরীয়কে বধ করেছ এবং তার স্ত্রীকে নিজে গ্রহণ করেছ।"

দায়ূদ গভীর দুঃখ ও বিনয়ের সাথে স্বীকার করলেন, "আমি পাপ করেছি, আমি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করেছি।

দায়ূদ একজন ক্ষমতাশালী রাজা ছিলেন। তাই তিনি বলতে পারতেন, সুন্দরী বৎশেবা সহ এই রাজ্যের সব কিছুই ন্যায় সংগত ভাবে তারই। কিন্তু দায়ূদ জানতেন যে, ঈশ্বরই আসলে সেই মহান রাজা, যিনি সব কিছুর অধিকারী।

দায়ূদ বুঝতে পারলেন যে, তিনি কেবল তার চেয়ে অনেক দুর্বল ও গরীব একজন অসহায় লোকের বিরুদ্ধেই পাপ করেন নি, এর দ্বারা তিনি তার প্রভু ঈশ্বরের বিরুদ্ধেই সবচেয়ে বড় পাপ করেছেন। তিনি আর ভান করবার চেষ্টা করলেন না যে, তার কোন অন্যায় হয়নি। তিনি তার নিজের অন্তরের অবস্থা জানতেন। তাই তিনি পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। তিনি বুঝতে পারলেন ধনী লোকটির সম্বন্ধে তিনি যে মন্তব্য করেছেন সেই মৃত্যু দণ্ড তারই প্রাপ্য। তার বিবেকের তরবারি দিন রাত তাকে তাড়া করেছে। তিনি যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠেছেন, "আমি পাপ করেছি, মৃত্যুই আমার পাওনা।"

দায়ূদ জানতেন যে, তার জীবনকে পাপ থেকে শুচি করবার জন্য নিজের ক্ষমতায় তিনি কিছুই করতে পারেন না। ঈশ্বরের কাছ থেকে বিচ্ছেদের চিন্তা তাকে ভয়ানক কষ্ট দিচ্ছিল। তিনি তার সব দোষ স্বীকার করে বললেন, "আমি আমার অপরাধ স্বীকার করছি। আমাকে ধৌত কর, আমাকে শুচি কর, আমাকে এক নূতন অন্তঃকরণ দাও।" এইভাবে তিনি প্রার্থনা করেছেন এবং ঈশ্বরের ক্ষমা ভিক্ষা চেয়েছেন।

দায়ূদ ঈশ্বরের উদ্দেশে হোম বলি উৎসর্গ করবার কথা ভাবলেন। মোশির বিধান মত আনুষ্ঠানিক বলি উৎসর্গ করা তার একটা প্রথা ছিল। কিন্তু তিনি জানতেন যে, পশুবলি উৎসর্গ করা একটা ধর্মীয় কর্তব্য সাধনে

শেষে তিনি শুধুমাত্র ঈশ্বরের দয়ার উপরই নির্ভর করলেন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাইলেন। তার বিশ্বাস ছিল যে, কেবলমাত্র এই পথেই তিনি ঈশ্বরের উপস্থিতি এবং পরিত্রাণের নিশ্চয়তা ভোগ করতে পারেন। তিনি প্রার্থনা করে বলেছেন, "তোমার দয়ানুসারে আমার প্রতি কৃপা কর।"

দায়ূদের অভিজ্ঞতাগুলি আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আমরা যে কেবল ঐতিহাসিক বিচারে সত্য বলে স্বীকৃত ঘটনাগুলিই পেয়েছি তা নয়, অধিকন্তু আমাদের জন্য দায়ূদ ঐ ঘটনাগুলির ব্যাখ্যাও রেখে গিয়েছেন। ঐগুলি সম্বন্ধে তিনি আমাদের কাছে তার হৃদয়ের অনুভূতি বর্ণনা করেছেন। অনুমান করবার বা আশ্চর্য হবার অবকাশ আমাদের নাই। পাপ এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে পৃথক হওয়া সম্পর্কে তিনি কি প্রকার বোধ করেছেন তা আমরা জানি। আমরা অপরাধের, মানে পাপের দায়িত্ব, পাপ স্বীকার, অনুতাপ এবং ঈশ্বরের করুণাপূর্ণ ক্ষমার বিষয় জানি। ঈশ্বর আমাদের জন্য দায়ূদের এই আশ্চর্য গীতগুলি রক্ষা করেছেন বলেই আমরা তা জানি।

আপনার করণীয়

৪। উরীয়ের ব্যাপারে অভিজ্ঞতা লাভের পর দায়ূদ নীচের কথাগুলি লিখেছিলেন। এই কথাগুলি পড়ুন এবং চিন্তা করুন। এগুলি মুখস্থ করুন। নিজের একটা প্রার্থনা হিসাবে আপনি হয়তো পরে এগুলি ব্যবহার করতে চাইবেন।

হে ঈশ্বর, তোমার দয়ানুসারে আমার
প্রতি কৃপা কর,
তোমার মহান করুণাবলে আমার সব
অপরাধ ধুয়ে ফেল,
আমার পাপ থেকে আমাকে শুচি কর।
হে ঈশ্বর, আমার মধ্যে বিশুদ্ধ হৃদয় সৃষ্টি কর,
তোমার সম্মুখ থেকে আমায় দূর করে দিও না,
তোমার পবিত্র আত্মাকে আমার কাছ থেকে নিয়ে যেও না।
তোমার পরিত্রাণের আনন্দ আমাকে আবার দাও।

ঈশ্বরের সাথে সহভাগিতা, আনন্দ আনে ঃ

পরিষ্কার কথার মধ্য দিয়েই দায়ূদের কাছে ঈশ্বরের ক্ষমার বার্তা এসেছিল ঃ ঈশ্বর তোমার পাপ তুলে নিয়েছেন। তুমি মরবে না। দায়ূদ কৃতজ্ঞ হয়েছিলেন এবং ঈশ্বরকে তাঁর করুণা ও দয়ার জন্য ধন্যবাদ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "আমি তোমাকে স্তবের উপহার দিব, কারণ তুমি মৃত্যু থেকে আমার প্রাণ উদ্ধার করেছ।"

কিন্তু এখানেই দায়ূদের অভিজ্ঞতার শেষ হয়নি। ঈশ্বর দয়ালু ও ক্ষমাশীল, কিন্তু এর মানে এই নয় যে, পাপের শাস্তি পেতে হবে না। পাপের জন্য শাস্তি পেতে হবেই। বৎশেবার সাথে পাপপূর্ণ মিলনের মাধ্যমে দায়ূদ যে সন্তান লাভ করেছিলেন, সে মারা গেল। দায়ূদ গভীর দুঃখ পেলেন। তবুও তিনি ঈশ্বরের পথ বুঝতে পারলেন এবং এই শাস্তি মাথা পেতে নিলেন। এর পর ঈশ্বর তাকে আর এক সন্তান দিলেন যিনি ইতিহাসের সবচেয়ে জ্ঞানী লোকদের একজন হয়েছিলেন। সুতরাং দায়ূদের জীবনের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে কথা বলেন ও আমাদের দেখিয়ে দেন যে, পাপ কত ভয়ানক, এর জন্য শাস্তি পেতে হবেই এবং ঈশ্বরের দয়া কত মহান।

দায়ূদ আবার ঈশ্বরের সাথে তার পূর্ণ সহভাগিতা ফিরে পেলেন। তিনি তার অতুলনীয় গীতগুলি লিখতে লাগলেন, যেগুলির মধ্যে আমরা মানব জাতির কাছে ঈশ্বরের সবচেয়ে দরকারী বার্তাগুলির কয়েকটি জানতে পারি। এখানে আমরা ঐ বার্তাগুলির আরও একটি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করব। এই বার্তাটি থেকে আমরা প্রার্থনার স্বরূপ ও মূল্য জানতে পারি। এই বার্তাটি আমাদের বলে যে, ঈশ্বরের সাথে সহভাগিতা আমাদের অন্তরে আনন্দ বয়ে আনে। তা আমাদের বলে যে, ঈশ্বর আমাদের চান, তাঁকে আমাদের প্রয়োজন, আর যারা

তাঁকে ডাকে তাদের জন্য রয়েছে মহান আশা। যারা তাঁর ইচ্ছানুযায়ী ঈশ্বরের সেবা করতে চায় তাদের সবার জন্যেই এখন এবং ভবিষ্যতে রয়েছে এক মহান আশা।

দায়ূদের লেখা থেকে আমরা এটাই দেখতে পাই যে, প্রার্থনার মাধ্যমে মানুষের হৃদয় ঈশ্বরের সাথে সত্যিকার সহভাগিতা করতে পারে। ঈশ্বর যেমন তাঁর লোকদের সঙ্গে কথা বলতে চান, তেমনি তিনি চান লোকেরাও তাঁর কাছে কথা বলবে। ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যেকার সহ-ভাগিতা পিতা-পুত্রের প্রেমপূর্ণ সম্পর্কের মত। তারা পরস্পরের সঙ্গ থেকে আনন্দ লাভ করে। একজন প্রেমময় পিতার মত ঈশ্বর সব সময়ই আমাদের কথা শুনতে প্রস্তুত। তিনি চান আমরা আমাদের সব সমস্যা ও চিন্তা তাঁকে খুলে বলি। তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন যেন আমরা তাঁর সাথে সহভাগিতা করি, তাঁর প্রশংসা করি ও তাঁকে ভালবাসি।

প্রার্থনা যেন এক তীর্থ ভ্রমণ। মানুষ ঈশ্বরকে আরও গভীরভাবে জানতে চায়। সৃষ্টিকর্তার সাথে ক্রমে ক্রমে তার আরও গভীর আত্মিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। দায়ূদ তার গীতগুলিতে প্রায়ই এই ধারণা প্রকাশ করেছেন। যেমন, তিনি বলেছেন, "হরিণী যেমন জলস্রোতের আকাঙ্খা করে, তেমনি, হে ঈশ্বর, আমার প্রাণ তোমার আকাঙ্খা করছে। ঈশ্বরের জন্য, জীবন্ত ঈশ্বরেরই জন্য আমার প্রাণ তৃষ্ণার্ত। আমি কখন গিয়ে ঈশ্বরের সাথে

সাক্ষাৎ করব ?" দায়ূদ এ বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন যে, ঈশ্বর তার এবং সব বিশ্বস্ত লোকদের ডাকেই সাড়া দেবেন। "তারা পূর্ণরূপে তৃপ্ত হবে। তাদের তুমি তোমার আনন্দ-নদীর জল পান করাবে, কারণ তোমার কাছে জীবন-জলের ঝর্ণা আছে।"

গীতসংহিতার গীতগুলি আমাদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনের জন্য প্রার্থনা করবার উৎসাহ দেয়, যেমন দায়ূদ ক্ষমার জন্য এবং ঈশ্বরের সাথে গভীরতর সম্পর্কের জন্য প্রার্থনা করেছেন। "সব সময় তাঁর উপর নির্ভর কর, মনের সব কথা তাঁকে খুলে বল।"

আমরা সত্যিই ঈশ্বরের উপর নির্ভর করি কিনা, প্রার্থনা তাই প্রকাশ করে। তা একটা ধর্মানুষ্ঠান মাত্র নয়। এটা সত্যিকার একটা কাজ যা দেখায় যে, সত্য ও আনন্দ পেতে হলে আমাদের ঈশ্বরকে এবং তাঁর উপর নির্ভর করা প্রয়োজন। এটা এমন এক তীর্থ ভ্রমণ যা আমাদের জীবনের উৎস মূলে নিয়ে যায়।

দায়ূদ গান গেয়ে বলেছেন, "তুমি আমায় জীবনের পথ জানিয়েছ, তুমি আমাকে তোমার সামনে তৃপ্তিকর আনন্দে পূর্ণ করবে।"

আপনিও হয়তো স্বীকার করতে প্রস্তুত যে, আপনি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করেছেন। কিছুই ঈশ্বরের চোখকে ফাঁকি দিতে পারে না, একথা জেনে আপনি ভিতরের

অপরাধ ও যাতনার সাথে সংগ্রাম করেছেন। রাতে আপনি শান্তি খুঁজেও পাচ্ছেন না। আপনি সব ধর্মীয় নিয়ম-কানুন পালন করেছেন, কিন্তু শান্তি পাননি। অপরাধের তীব্র অনুশোচনা নিয়ে আপনি ঘুমাতে চেষ্টা করেন। আপনার হৃদয় অনুশোচনায় ভেঙ্গে গেছে, আর অন্য দিকে ঈশ্বরের হৃদয়ও আপনার জন্য কাতর হয়েছে।

আপনার কষ্ট ভোগের প্রয়োজন নাই। আপনি জেনে আশ্বস্ত হতে পারেন যে, ঈশ্বরই আপনার স্বর্গীয় পিতা। ভালবাসায় তিনি আপনাকে ক্ষমা করতে চান এবং আপনার হৃদয়কে আনন্দে ভরে দিতে চান। আপনি তাঁর কাছে আপনার পাপ স্বীকার করুন। তাঁর কাছে ক্ষমা চান। বিশ্বাস করুন যে, তিনি আপনাকে ক্ষমা করবেন, তিনি তাঁর নিজস্ব পথে পাপের ন্যায় বিচারের বন্দোবস্ত করবেন। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন এবং আরও সত্যে নিয়ে যাবার ব্যাপারে তাঁর উপর নির্ভর করুন। সমগ্র মানব জাতির কাছে তিনি যে ঐশ্বরিক ভালবাসা প্রকাশ করেছেন, তার সুন্দর রহস্য তিনি আপনাকে জানাবেন।

এখন গীতসংহিতা থেকে দেওয়া নীচের কথাগুলি আপনার ব্যক্তিগত প্রার্থনার মত করে নিজের ভাষায়, মঙ্গলময় ও দয়ালু, বিশ্বজগতের প্রভু, ঈশ্বরের কাছে বলুন ঃ—

পরীক্ষা—৫

আপনি যখন এই পরীক্ষা নেবেন, তখন দয়া করে আপনার **ছাত্র রিপোর্ট-উত্তর পুস্তিকা** নিন এবং এর ৭ নং পৃষ্ঠায় বাছাই ও সত্য-মিথ্যা প্রশ্নের উত্তরগুলি চিহ্নিত করুন।

সাধারণ প্রশ্নাবলী

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর চিহ্নিত করুন।

উত্তর **হ্যাঁ** হলে (ক) গোলকটি কালো করে ফেলুন।
উত্তর **না** হলে (খ) গোলকটি কালো করে ফেলুন।

১। পঞ্চম পাঠটি কি আপনি ভালভাবে পড়েছেন ?

২। আপনি কি এই পাঠের "আপনার করণীয়" অংশগুলি সব করেছেন ?

৩। "আপনার করণীয়" অংশগুলির জন্য আপনি যে উত্তর লিখেছেন, পাঠের শেষে দেওয়া উত্তর-মালার সাথে কি তা মিলিয়ে দেখেছেন ?

৪। পাঠের প্রথমে যে লক্ষ্যগুলি দেওয়া হয়েছে, সেগুলি যে আপনি করতে পারেন, সে বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছেন কি ?

৫। এই পরীক্ষা নেওয়ার আগে আপনি পাঠখানি আর একবার দেখে নিয়েছেন তো ?

বাছাই প্রশ্ন

৬। ভাববাদীরা যে সব গুণের জন্য ঈশ্বরের সহভাগিতা লাভে সক্ষম হয়েছিলেন, সেগুলি হল ঃ—

ক) সাহস, বীরত্ব, রাজকীয় পদ-মর্যাদা এবং শক্তি।

খ) ঈশ্বর ভক্তি, কোমলতা এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালন।

গ) বাধ্যতা, বিশ্বাস, নম্রতা, বীরত্ব এবং বিশ্বাসের কাজ।

৭। দায়ূদের মধ্যে পাপ প্রবণতা ছিল। প্রলোভন এলে তিনি ব্যর্থ হলেন এবং পাপের জন্য দায়ী হলেন কারণ তিনি ঃ—

ক) যথেষ্ট ধার্মিকতার কাজ করেন নি।

খ) প্রলোভনের বশীভূত হয়েছিলেন।

গ) পাপের স্বরূপ বুঝতে পারেন নি।

৮। কোন লোক, এমন কি কোন ভাববাদীও যখন পাপ করেন, তখন তিনি দেখতে পান যে ঃ—

ক) পাপ তাকে ঈশ্বরের কাছ থেকে পৃথক করে।

খ) বন্ধুত্ব ফিরে পাওয়ার কোন পথ নাই।

গ) ঈশ্বরের সাথে সহভাগিতা রক্ষা করা আরও কঠিন হয়।

৯। ঈশ্বরের কাছ থেকে পৃথক হয়ে দায়ূদ খুব কষ্ট বোধ করছিলেন, তিনি আবার ঈশ্বরের সহভাগিতা ফিরে পেতে চাইলেন। আর তাই তিনি ঃ—

ক) বলি উৎসর্গ করলেন এবং আবারও প্রার্থনা করতে আরম্ভ করলেন।

খ) তার লোকদের কাছ থেকে নিজের পাপ গোপন করতে চেষ্টা করলেন।

গ) তার পাপ স্বীকার করলেন এবং এর জন্য পূর্ণ দায় গ্রহণ করলেন।

১০। মানুষের সাথে ঈশ্বর যে প্রকার সম্পর্ক চান, তা হল ঃ—

ক) প্রজাদের সাথে রাজার সম্পর্কের মত।

খ) ছাত্রের সাথে শিক্ষকের সম্পর্কের মত।

গ) সন্তানের সাথে একজন প্রেমময় পিতার সম্পর্কের মত।

সত্য-মিথ্যা

১১। দায়ূদ পাপ করবার পর তার বিবেক যদিও তাকে খুব পীড়া দিচ্ছিল, কিন্তু তার অন্যায়ের ফলে ঈশ্বরের সাথে তার সম্পর্ক নষ্ট হয়নি দেখে তিনি কৃতজ্ঞ হয়েছিলেন।

১২। একটা গল্পের মাধ্যমে দায়ূদের কাছে যখন ঈশ্বরের বার্তা উপস্থিত হল, তখন তিনি তার দোষ স্বীকার করলেন, অনুতাপ করলেন এবং তাকে শুচি করবার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলেন।

১৩। দায়ূদ জানতেন পাপ প্রযুক্ত তার যে দুঃখভোগ করতে হয়েছে, তা ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী ছিল।

১৪। পাপের জন্য সত্যিকার ভাবে দুঃখিত হয়ে এবং ঈশ্বর তা ক্ষমা করেছেন এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়েও পাপের পরিণাম অর্থাৎ দণ্ড থেকে মুক্তি লাভ করা যায় না।

শূন্যস্থান পূরণ

১৫। মানুষের মধ্যে পাপ প্রবণতা আছে। তাই সে যখন প্রলোভনের.....হয়, তখন সে পাপের জন্য.....হয়।

১৬। দায়ূদ তার অন্তরের অবস্থা জেনে তার পাপের জন্য সব.....গ্রহণ করলেন এবং স্বীকার করলেন যে, তিনি এজন্য.....যোগ্য।

১৭। কোন লোক যখন তার পাপের জন্য অনুতপ্ত হয়, তখন সে ভবিষ্যতে আর পাপ..... এবং উৎসর্গ চিত্তে ঈশ্বরের সেবা করতে চায়।

১৮। ক্ষমা লাভের জন্য দায়ূদকে ঈশ্বরের..... .....বিশ্বাস করতে হয়েছিল।